বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

উনবিংশ বর্ষ (দ্বিতীয় সংখ্যা) জুলাই ২০০৮

Purity, patience and perseverance are the three essentials to success, and above all—love.
—Swami Vivekananda

রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা-২০০৮

বিদ্যামন্দিরের বিশিষ্ট প্রাক্তনী প্রয়াত অধ্যাপক তারাপদ দাস প্রবর্তিত 'রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা' এ বছর নিম্নলিখিত সূচী অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে ঃ

তারিখ ঃ **১৫ আগস্ট ২০০৮, শুক্রবার**
সময় ঃ **বেলা ২ টা**
স্থান ঃ **বিবেকানন্দ হল** (রুম নং ১)
বিষয় ঃ **শ্রীশ্রীমা ও গৌরীমা**
বক্তা ঃ **স্বামী তত্ত্বসারানন্দ মহারাজ,**
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ

এই বক্তৃতাসভায় যোগদানের জন্য সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

বিদ্যামন্দির (৩০.০৬.২০০৮) কর্মসচিব

সম্পাদকীয়

প্রায় দুই দশকের অস্তিত্বকালে প্রাক্তনী সংসদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়ে আসছে প্রাক্তনীবার্তা। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বর্তমান আঙ্গিকে মূলত বার্তাপত্র বা নিউজলেটার হিসেবে এটির নিয়মিত প্রকাশনা চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে। পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য একে সচিত্র এবং দ্বিভাষিক করা হয়েছে। নতুন আঙ্গিক প্রাক্তনীদের মধ্যে জনপ্রিয়তাও পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে। প্রাক্তনী সংসদ এবং বিদ্যামন্দিরের বিভিন্ন খবরাখবর প্রকাশের মাধ্যমে প্রাক্তনীদের সঙ্গে উভয় প্রতিষ্ঠানের সংযোগ সুদৃঢ় করাই প্রাক্তনীবার্তার প্রধান কাজ। এতে সংসদের বিভিন্ন কর্মসূচী, প্রতিবেদন, আবেদন এবং প্রাক্তনীদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরীক্ষার ফলাফল, ছাত্রদের কৃতিত্ব, ছাত্রাবাস ও কলেজ বিষয়ক নানা তথ্য নিয়ে প্রকাশিত হয় বিদ্যামন্দির সমাচার। প্রচার মাধ্যমে অপ্রকাশিত এসব খবর প্রাক্তনীদের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়বে বলে আমরা আশা করি। দূর প্রবাসে বা দেশের প্রত্যন্তে বসে মাতৃসম বিদ্যামন্দিরের নানান আপাত তুচ্ছ সংবাদও যে প্রাক্তনীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, প্রাক্তনী বার্তায় বিদ্যামন্দিরের খবরই বেশী থাকে। কিন্তু আমাদের মতে প্রাক্তনীবার্তায় বিদ্যামন্দির সমাচার-এর আধিক্য খুব অসঙ্গত নয়। 'বিদ্যামন্দির' প্রাক্তনী সংসদের মাতৃপ্রতিষ্ঠান—তার কাজকর্মের পরিসর বিস্তৃততর। তাই বিদ্যামন্দিরের সংবাদ একটু বেশী থাকতেই পারে—এতে অন্যায্য কিছু নেই। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত প্রাক্তনী বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সমাচার ছাপতেও আমরা সমান আগ্রহী। বিদ্যামন্দির এবং তার প্রাক্তনী সংসদ—এই উভয়ের যথাযোগ্য সংবাদ ছাপিয়েই প্রাক্তনী বার্তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠুক, এ আমাদের সকলের আশা।

—নিত্যনিরঞ্জন কুন্ডু, প্রধান সম্পাদক

২০০৭-০৮ বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সতীর্থ,

অ্যাসোসিয়েশনের ২০০৭-২০০৮ বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভা প্রদত্ত সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে ঃ

তারিখ ঃ **১৫ আগস্ট ২০০৮ (শুক্রবার)**
সময় ঃ **বিকেল ৩-১৫ মিনিট**
স্থান ঃ **বিবেকানন্দ হল (রুম নং ১), বিদ্যামন্দির**

আলোচ্য বিষয়সূচী ঃ

১। ১৫/৮/২০০৭-এ অনুষ্ঠিত বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী অনুমোদন
২। সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ ২০০৭-২০০৮ বর্ষ
৩। ২০০৭-২০০৮ বর্ষের অডিট রিপোর্ট
৪। ২০০৮-২০০৯ বর্ষের জন্য অডিটর নিয়োগ
৫। বিবিধ (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)

এই সভায় যোগদানের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

বিদ্যামন্দির (৩০.০৬.২০০৮) **কর্মসচিব**

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সম্প্রতি চলে গেলেন বিদ্যামন্দিরের সূচনাপর্বের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব—ফেব্রুয়ারি ২০০৮-এ বাংলার অধ্যাপক (১৯৪৮-৬৬) শীতল ভট্টাচার্য এবং ২৪ মার্চ ২০০৮-এ প্রাক্তনী (১৯৪২-৬৬) এবং কলা বিভাগের অধ্যাপক (১৯৪৯-৬১) শ্রদ্ধেয় বলাই সেনগুপ্ত।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিদ্যামন্দিরে অধ্যাপনা করেছেন ১৯৪৮-৬৬ এই কালপর্বে। এর আগে কয়েকবছর পড়িয়েছেন আশুতোষ কলেজে। বিদ্যামন্দিরে থাকার সময় থেকেই তাঁর নেতৃত্বে নাড়াজোল রাজ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয়। ১৯৬৬-তে তিনি এই কলেজে যোগ দেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও অধ্যক্ষ হিসাবে। ১৯৭৫-এ এই পদে ইস্তফা দিয়ে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর গভঃ স্পনসর্ড কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখান থেকে অবসর ১৯৮৪তে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে স্যারের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল বিদ্যামন্দিরে। বৈঠকী ভঙ্গিতে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে পাঠ্য বিষয়ের ক্রমিক উন্মোচন, বক্তব্যের গভীরে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়ার নিপুণ প্রয়াস—এসব এখনও চোখে ভাসে। পরবর্তীকালে রাশিবিজ্ঞান বিচরণক্ষেত্র হলেও সাহিত্যেও যে খানিকটা আকর্ষণ বোধ করি, তার জন্য আমার অনেক ঋণ এই স্যারের কাছে।

বামপন্থী চিন্তাধারার মানুষ এবং আদর্শবাদী এই স্যারের আর একটি পরিচয়, তিনি ছিলেন একজন বড় সংগঠক ও সমাজসেবী। শুধু নিজের জন্য বাঁচা—এ ছিল তাঁর ঘোর অপছন্দ। নাড়াজোল রাজ কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গটি ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় ১৯৬৫ নাগাদ ঘাটশিলায় গড়ে তোলেন বিভূতি (বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) স্মৃতি সংসদ। অবসর গ্রহণের পর সংসদের এই প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক পাকাপাকিভাবে ঘাটশিলায় বসবাস শুরু করেন। স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে সরকারের সহযোগিতায় এই কথাসাহিত্যিকের স্মৃতিরক্ষায় অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সাঁওতাল পরগণার এই অঞ্চলটির প্রায় ৪০ শতাংশ অধিবাসী বাংলাভাষী। তিনি সেখানে বাংলা ভাষা আন্দোলন সমিতি গড়ে তুলে এর সভাপতি হিসাবে বাংলাকে ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এ দাবি এখনও অপূর্ণ থেকে গেছে। এটি ছিল তাঁর আমৃত্যু একটি বেদনার প্রসঙ্গ।

মেদিনীপুর শহরের বহুচর্চিত বার্জ হত্যা মামলার অন্যতম আসামী ফাঁসিতে প্রাণ দেওয়া প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ছিলেন স্যারের খুড়তুতো ভাই। এই শহীদের পৈতৃক গ্রাম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার গোকুলনগরে বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য স্মৃতি সমিতি গঠন করে এর সভাপতি হিসাবে তাঁর স্মৃতি রক্ষায় মূর্তি প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদি প্রকল্পে নেতৃত্ব দেন তিনি।

তাঁর আর একটি প্রিয় স্বপ্ন ছিল। বিভূতি স্মৃতি সংসদকে ঘিরে বিশিষ্ট বাঙালী শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের জন্য 'আরণ্যক' নামের একটি জনপদ গড়ে তোলা, যেখানে তাঁরা বছরের কিছুটা সময় অবসরযাপন করবেন। এই উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী মৌভাণ্ডার গ্রামে ১৫ বিঘা জমি সংগ্রহ করে ৪০টি প্লটে ভাগ করেন। পণ্ডিত রবিশঙ্কর, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীণ মিশ্র, দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখ খ্যাতনামাদের অনুপ্রাণিত করেন আরণ্যকে প্লট কিনতে। সূচনাটা এভাবে উৎসাহব্যঞ্জক হলেও প্রকল্পটিতে বাস্তববোধের ছোঁয়ার অভাব সম্ভবত ক্রমশ ধরা পড়ে সকলের চোখে। এক এক করে সকলেই আরণ্যকের প্লট বিক্রি করে দেন, স্যার নিজে এবং অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী ছাড়া। আবারও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা।

ততদিনে শরীর ও মন ভেঙে গেছে মানুষটির। স্বপ্নটিকে একটু অন্যভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে এবার বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের দ্বারস্থ হন। আবেদন রাখেন, আরণ্যকে প্রাক্তনীদের জন্য একটি হলিডেহোম গড়ে তোলার। সংসদের কর্মকর্তাদের এবং তাঁর অন্য প্রিয় ছাত্রদের আকুতি জানিয়ে পাতার পর পাতা চিঠি লিখতে থাকেন বার বার; অসুস্থ শরীরে কলকাতা এসে অনেকের সঙ্গে দেখা করে কাতর আবেদন জানান প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার জন্য। কিন্তু মেলবন্ধন ঘটেনা স্যারের আবেগের সঙ্গে প্রাক্তনী সংসদের সঙ্গতি ও উদ্যোগের। ফলে তাঁর এই শেষ অধরা স্বপ্নটির সঙ্গে জড়িয়ে যায় প্রাক্তনী সংসদের নাম।

অধ্যাপক বলাই সেনগুপ্তের জন্ম পয়লা অক্টোবর ১৯২৭। শিক্ষাপর্ব—সরস্বতী ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪২), বিদ্যামন্দির থেকে ইন্টারমিডিয়েট (১৯৪৪), সিটি কলেজ থেকে বি. কম (১৯৪৬) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. কম (১৯৪৮)।

অধ্যাপনা শুরু বিদ্যামন্দিরে—সেখানে কেটেছে ১৯৪৯ থেকে ১৯৬১। পাঠদান কতখানি প্রাঞ্জল এবং আকর্ষণীয় হলে হিসাবশাস্ত্রের মত নীরস এবং জটিল একটি বিষয় ছাত্রদের মনে ছবির মত গেঁথে যায়, পাঠ্যপুস্তক পড়ার দরকারই হয়না তেমন, বিষয়টিকে ভালবাসতে পারা যায়—স্যারের ছাত্র না হলে সে উপলব্ধি সম্ভবত আমাদের হতই না। সমান আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পড়িয়েছেন বাণিজ্যিক গণিত ও বাণিজ্যিক ভূগোল। ছাত্রবৎসল এই অধ্যাপকের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, আন্তরিকতা, নিয়মানুবর্তিতা—এসবও ছিল চোখে পড়ার মত।

বিদ্যামন্দিরের পর স্যার ১৯৬১-৯০ টানা প্রায় তিরিশ বছর পড়িয়েছেন নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে—এর মধ্যে ১৯৬৭ থেকে ৭২ পর্যন্ত ছিলেন উপাধ্যক্ষ। এই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কার্স, স্টেট ব্যাঙ্কের স্টাফ ট্রেনিং কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন অতিথি অধ্যাপক হিসাবে।

অকৃতদার অধ্যাপক সেনগুপ্তের পিয়ানো এবং সিন্থেসাইজার বাজানো ছিল অন্যতম প্রিয় শখ। পাশাপাশি একদিকে রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁ এবং অন্যদিকে মোজার্ট, বিঠোফেন, বাখ, চাইকোভস্কি প্রমুখ প্রবাদপ্রতিম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরস্রষ্টাদের ধ্রুপদী সঙ্গীতের সমঝদার ভক্ত ছিলেন তিনি। প্রচুর পড়াশুনাও করতেন—বিভিন্ন ধ্রুপদী সাহিত্য, আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাস—এসব ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য।

ছাত্র ও অধ্যাপক হিসাবে অনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যামন্দির ছাড়ার পরও তিনি এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন নিয়মিত; ১৯৭৫ ও ১৯৭৬'র পুনর্মিলন উৎসবের সভাপতি ছিলেন। প্রাক্তনী সংসদ গঠিত হওয়ার আগের ও পরের প্রায় সবকটি পুনর্মিলন উৎসবেই থাকত তাঁর নির্ভুল উপস্থিতি। কেবল ব্যতিক্রম ছিল ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এর উৎসবটি, তাঁর অসুস্থ শরীর সেবার বাদ সাধে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫ এপ্রিল ২০০২-এর সমাবর্তন উৎসবে স্যারকে (২০০১-এ নির্বাচিত) বিশিষ্ট শিক্ষকের সম্মানে ভূষিত করেছে তাঁর অনবদ্য অধ্যাপনার স্বীকৃতিতে। তবে স্যারের এর থেকেও বড় কৃতিত্ব, অগণিত সফল ছাত্রছাত্রীর গঠনপর্বে উপযুক্ত পাথেয় জুগিয়ে দিয়ে তাদের ভবিষ্যত গড়ে দেওয়া। আরও বড় প্রাপ্তি, এইসব ছাত্রছাত্রী এবং তাঁর সংস্পর্শে আসা অন্য মানুষজনের হৃদয়ে তাঁর জন্য সঞ্চিত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা, যার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটল ৬ এপ্রিল ২০০৮-এ দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা সদনে আয়োজিত এক দীর্ঘায়িত স্মরণসভায়।

গ্রহণলাগা দিনের মানুষ আমরা। দেউলে হওয়ার দৈন্য আমাদের মনে। তবু আজও আমরা বিস্ময়ে আবিষ্ট হই, শ্রদ্ধায় আনত হই—যদি তেমন কিছু পাই, তেমন কাউকে পাই। আমাদের গঠনপর্বে সেই বিরল প্রাপ্তি এই দুই বরেণ্য আচার্যদেবের স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণতি।

ডঃ বিশ্বনাথ দাস

শোকসংবাদ

গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি যে, আমাদের এক তরুণ প্রাক্তনী শ্রী তপন সরকার আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। ১৯৯৯-২০০২ বর্ষের সাম্মানিক রসায়নের ছাত্র তপন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে রত ছিলেন। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যামন্দিরের বিদ্যার্থী সংসদের সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই কৃতী তরুণের অকালপ্রয়াণে আমরা গভীরভাবে বেদনাহত। তাঁর শোকসন্তপ্ত স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

শোকসংবাদ

গভীর বেদনার সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি যে, বিদ্যামন্দিরের তৃতীয় বর্ষের (২০০৭-২০০৮) ছাত্র শ্রীমান সঞ্জিৎ সামন্ত এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় গত ২৬শে জুন তারিখে পরলোক গমন করেছে। বিদ্যামন্দিরের সাম্মানিক দর্শনের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র সঞ্জিৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পার্ট টু পর্যন্ত প্রায় ৭৫% নম্বর পেয়ে উচ্চতম স্থানে ছিল। হুগলী জেলার পর-শ্যামপুর নামক এক প্রত্যন্ত গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান সঞ্জিৎ ২০০৩ সালে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় কলা বিভাগে ভর্তি হয় ও ২০০৫-এ ৭০%-এর বেশী নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে এবং বিদ্যামন্দিরেই ওর প্রিয় বিষয় দর্শন (সাম্মানিক) নিয়ে ভর্তি হয়। প্রাঞ্জল আর উৎসাহী, মেধাবী আর পরিশ্রমী সঞ্জিৎ বিদ্যামন্দিরের সকলের কাছেই ছিল ভালোবাসার পাত্র। এক স্ফুটমান উজ্জ্বল জীবনের এই আকস্মিক প্রয়াণ বিদ্যামন্দির পরিবারকে শোকে ও বেদনায় স্তব্ধবাক্ করে দিয়েছে। সঞ্জিতের আত্মা বাঞ্ছিতধামে চিরশান্তি লাভ করুক—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা আর স্বামীজীর চরণে এই আমাদের নিবিড় প্রার্থনা।

News from the Vidyamandira
(January — June, 2008)

Following is a brief outline of various activities during the period under review.

U. G. C. Sponsored National Seminars

As given in the table below, four departments organised U. G. C. sponsored seminars during this period. Teachers, students and research scholars from different colleges and institutes participated enthusiastically in these seminars. The speakers and resource persons were of national and international repute.

Department	Date	Topic	No. of Speakers and Resource Persons
Physics	22.02.2008	Perspectives in Nuclear Physics	4
English	26.02.2008	The Poetics of Indian English Writing : a Quest for Definition	6
Philosophy	29.02.2008	Philosophical Thoughts in Bengal	5
Microbiology	04.03.2008	Microbiology : an Environmental Perspective	5

In addition, Chemistry Department also organised a national seminar on 14th March 2008, mainly funded by Indian Association of Cultivation of Sciences and Vivekananda University, on the topic Chemistry of Elements and Its Role in Life Process.

Extension Lectures / Special Lectures :

Date	Speaker	Topic
05.01.08	Dr. Jayanta Roychowdhury, Professor Albert Einstein College of Medicine, U.S.A.	Harnessing viruses for novel therapies
08.01.08	Prof. Pronab Bardhan, University of California, Barkley	Globalisation and World Poverty
01.02.08	Dr. Arani Chanda, The Scripps Research Institute, U.S.A.	Green Chemistry—in and on Water
02.02.08	Prof. Ananda Lal, Jadavpur University	Crisis facing Contemporary Indian Theatre
09.02.08	Bibhas Chakraborty, Renowned theatre pesonality	Theatre Today
15.02.08	Dr. Siddhartha Guha Roy, Vivekananda College, Thakurpukur	Human Rights Movement in India.
16.02.08	Dr. Debiprasad Duary, Director, Birla Planetorium	Solar System
28.03.08	Prof. Nagen Saikia, Formerly of Dibrugarh University	Modern Bengali & Assamese Literature
05.04.08	Prof. Amiya Bagchi, Director Indian Institute for Development Studies	Industrialisation in Global Perspective

Annual Prize Distribution

The function was held on 8th March 2008 at Vivekananda Sabhagriha. It was presided over by Prof. Siddhartha Roy, Director, Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata. Dr. Debesh Roy, Joint Director of Public Instructions (PPS), Education Directorate, Govt. of West Bengal was the Chief-Guest.

Sports and Games

As in previous years, this year too the indoor and outdoor games were conducted smoothly. Prizes of these competitions were distributed by Sri Shyamal Banerjee, the reputed ex-footballer, after the Tejasananda Memorial cricket match on 15 December 2007. The Annual Athletics Meet was held on 18th January 2008. The prizes were given away by another renowned footballer of yesteryears, Sri Prasun Banerjee.

Students of the college achieved success in the Non-Government Inter College Athletics Meet (Howrah District) organized by Narasingha Dutta College. The names of the prize-winners are : Narayan Ch. Pal (2nd in discus throw and shot put), Amit Das (2nd in 100 and 200 meter run), Pritam Ghosal (3rd in discus throw).

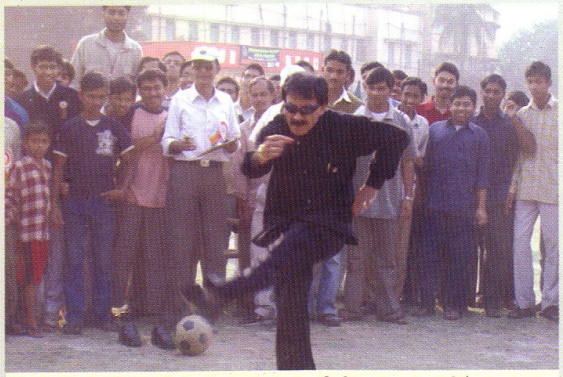

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অতিথি প্রসূন ব্যানার্জী

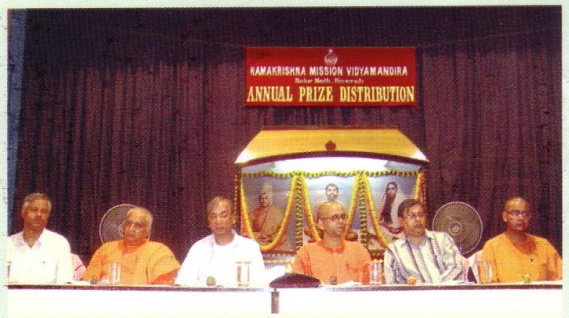

পুরস্কার বিতরণী সভা, ২০০৮

ACC-র Campus Interview

দর্শন বিভাগ আয়োজিত জাতী

Cultural Activities

Cultural functions and competitions were organised as usual round the year. As in last two years, this year too, students of our college staged a drama 'Mrityunjoy' on the occasion of the Public Celebration of Sri Sri Thakur's birth anniversary at Belur Math. The students also presented an audio-drama 'Aloker Ogo Adhiraj' at Belur Math on the occasion of National Youth Day Celebration.

At the National Youth Day Competition held at Udbodhan and Advaita Ashrama our students secured number of prizes. A three-member team of Chemistry Dept. stood third at the Inter-College Chemistry Quiz Competition at Presidency College.

Students' Achievements

Sri Arnab Rudra, a student of B.Sc. 1st year Physics(Hons) has been awarded the JBNSTS scholarship for the year 2007-08. He has also been awarded the KVPY Scholarship for 2007.

Sri Supriyo Bhar, currently studying M. Math. Course at I.S.I. Bangalore, is the recepient of the Human Excellence

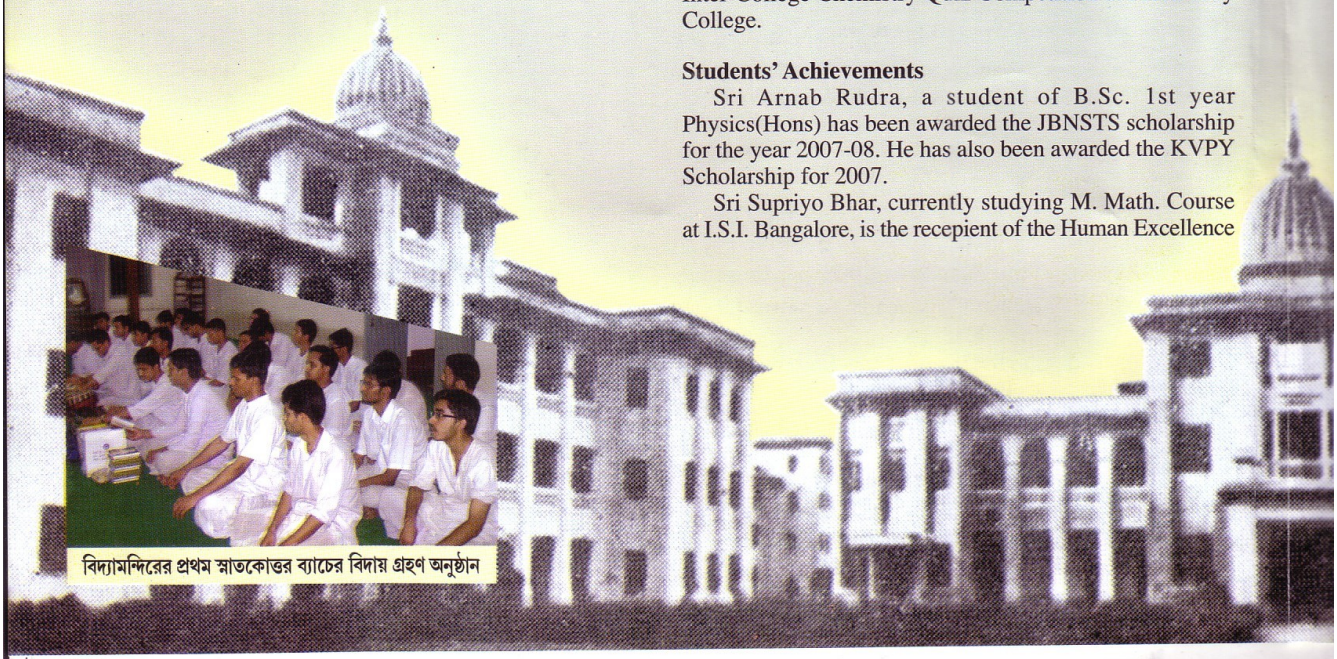

বিদ্যামন্দিরের প্রথম স্নাতকোত্তর ব্যাচের বিদায় গ্রহণ অনুষ্ঠান

ইংরাজী বিভাগ আয়োজিত জাতীয় আলোচনাচক্র

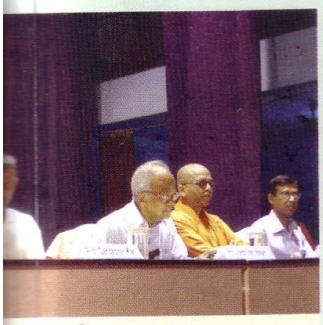

ভিত জাতীয় আলোচনাচক্র

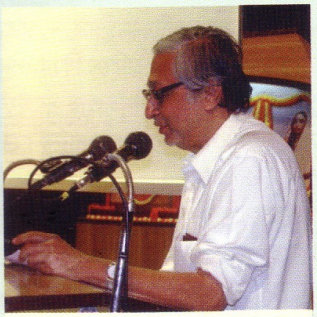

পদার্থবিদ্যা বিভাগ আয়োজিত জাতীয় আলোচনাচক্র

Award for 2007-08, having been adjudged the best student among those who studied in the three-year degree colleges run by the Ramakrishna Mission at Belur, Rahara, Coimbatore and Narendrapur.

Campus Interview

The CTS Private Limited conducted a campus interview on 31st January, 2008 and eleven of our 3rd year students (Computer-3, Physics-4, Economics-3, Industrial Chem-1) have been selected. ACC Ltd. has also recruited 7 boys of Industrial Chemistry Major in a campus interview held on 11 April 2008.

Whole-day Seminar for Staff Members

The seminar for staff members of the Vidyamandira (college and hostel) was organised on 19.04.08. Swami Jitatmanandaji, Secretary, R. K. Mission Sw. Vivekananda's Ancestral House and Cultural Centre, was one of the distinguished speakers. On this occasion he inaugurated the newly constructed first-floor of the canteen-building with the provision of four class-rooms and a connector with the Teachers' Room in the main building.

Retirement News

Amal Chakraborty serving the college for over four decades retired w.e.f. 1 February 2008; Panchanan Mukherjee retired on 1 March 2008 having worked in the college library from 1982.

Obituary

During the period under review we have lost the following members of the Vidyamandira family as per information received at the College :

1. Prof. Balai Sengupta : an alumnus (1942-1944) and an ex-teacher (1949-61) at the intermediate level.
2. Prof. Sital Prasad Bhattacharyya : an ex-teacher (1948-66), Bengali Dept.; and a social worker.
3. Prof. Debiprasad Mukherjee : a visiting faculty of the Dept. of Industrial Chemistry.
4. Tapan Sarkar, an ex-student (1999-2002)
5. Sanjit Samanta, a student of Philosophy Hon. of 3rd year of 2007-2008 session
6. Ritendra Krishna Bhattacharyya, alumnus (1960-63).

Prof. Tapan Kr. Ghosh

কালিপদদা আর দীনবন্ধুদা—বিদ্যামন্দির থেকে অবসর গ্রহণকালে

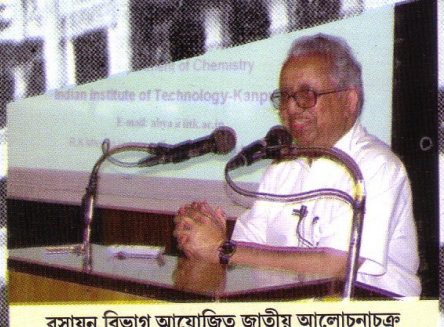

রসায়ন বিভাগ আয়োজিত জাতীয় আলোচনাচক্র

Graduates of 1971 : একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন-দেখা সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানে আজও বহু দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় কখনও সম্পূর্ণ নিখরচায়, কখনো বা সামান্য খরচে। প্রতি বছরই এই প্রতিষ্ঠান এ ধরনের ছাত্রদের জন্যে প্রভূত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই সাহায্য যেমন আসে সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে, তেমনই আসে অনেক শুভানুধ্যায়ীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে। বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী সংসদও কিছু আর্থিক সাহায্য করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। তবুও প্রাক্তনী সংসদ কিছুদিন যাবৎ মনে করছিল যে, তাদের দেওয়া সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় বড়ই কম হয়ে যাচ্ছে। সংসদের বার্ষিক সাধারণ সভায় তাই এই ব্যাপারে আবেদন জানিয়ে চলেছেন সংসদের সম্পাদক বিগত কয়েক বছর ধরেই। প্রাক্তনী বার্তায় এই মর্মে একটি আবেদনও ছাপানো হচ্ছে। এই আবেদনে সাড়া দিয়েই এক অসামান্য নজরকাড়া উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন ১৯৭১-এ বিদ্যামন্দির থেকে স্নাতক হয়ে যাওয়া একদল বরিষ্ঠ প্রাক্তনী। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে এই ব্যাচের ৪৩ জন ছাত্র একত্রে ৩ লক্ষ ৭০১ টাকার 'Graduates of 1971' নামে একটি এন্‌ডাউমেন্ট ফান্ড গঠন করেছেন প্রাক্তনী সংসদের দায়িত্বে। প্রতি বছর এখান থেকে যে সুদ পাওয়া যাবে, সংসদ তা বিদ্যামন্দিরে পাঠরত দুজন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রের মধ্যে স্কলারশিপ হিসেবে বিতরণ করে দেবে। এই ব্যাচের অনেক ছাত্র বিগত ১৯ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে বিদ্যামন্দিরে সমবেত হন। বিদ্যামন্দিরের বহু স্মৃতি-বিজড়িত বর্তমান ৮-এ ঘরে এই অর্থ তাঁরা তুলে দেন সংসদের সম্পাদকের হাতে। সেদিনই প্রায় সবাইকে সংসদের পক্ষ থেকে অর্থের প্রাপ্তিস্বীকার করে রসিদ দিয়ে দেওয়া হয়। এই অর্থ তুলে দেওয়ার সময় তাঁদের আবেগ ছিল প্রেরণাদায়ক। যে বিদ্যামন্দির তাঁদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বকে বিকশিত করে তুলেছিল, সেই মাতৃস্বরূপা প্রতিষ্ঠানের উত্তরপ্রজন্মের জন্যে তাঁদের এই উৎসাহী আর আকুল উদ্যোগ ছুঁয়ে গেছে আমাদের সকলকে। এখনো তাঁরা থামেন নি। যাঁদের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ করতে পারেননি, বিদ্যামন্দির কলেজে রক্ষিত অ্যাডমিশন রেজিস্টার থেকে পুরাতন ঠিকানা নিয়ে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারে তাঁরা প্রবল আগ্রহী। বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ গভীর শ্রদ্ধায় আর মুগ্ধ বিস্ময়ে ১৯৭১-এর প্রাক্তনীদের এই উদ্যোগকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। সংসদ প্রত্যাশা করে, এ জাতীয় উদ্যোগ অন্যান্য ব্যাচের ছাত্রদেরও প্রেরণা যোগাবে।

এই উদ্যোগে অংশগ্রহণকারী প্রাক্তনীদের তালিকা ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	টাকার পরিমাণ
১	গৌতম হাজরা চৌধুরী	৩৪,০০০.০০
২	শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	১০,০০০.০০
৩	প্রতাপ কুমার দাস	৬,০০০.০০
৪	অতীন্দ্রনাথ দাস	১০,০০০.০০
৫	অজিত কুমার দলুই	৮,০০০.০০
৬	বলরাম মণ্ডল	৫,০০০.০০
৭	আশিস ভদ্র	৮,০০০.০০
৮	প্রশান্ত নারায়ণ দত্ত	৫,০০০.০০
৯	অনুপ ভট্টাচার্য	৫,০০০.০০
১০	চঞ্চল কুমার ঘোষ	৫,০০০.০০
১১	মৃগাঙ্ক পাল	৬,০০০.০০
১২	চন্দন রায়চৌধুরী	৫,০০০.০০
১৩	লক্ষ্মীনারায়ণ সামন্ত	১০,০০০.০০
১৪	শ্যামলবরণ চ্যাটার্জী	৫,০০০.০০
১৫	সত্যরঞ্জন প্রামাণিক	৫,০০০.০০
১৬	ভক্তিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫,০০০.০০
১৭	কৌশিক সাহা	৫,০০০.০০
১৮	দয়াময় নন্দী	৫,০০০.০০
১৯	মাধাই মণ্ডল	১০,০০০.০০
২০	সুভাষ চন্দ্র ঘোষ	৫,০০০.০০
২১	মলয় শংকর ভট্টাচার্য	৫,০০০.০০
২২	প্রদীপ কুমার দে সরকার	৫,০০০.০০
২৩	যশোবন্ত মহাপাত্র	৪,০০০.০০
২৪	অশোক সিন্‌হা	৫,০০০.০০
২৫	ডঃ অনিমেষ রায়চৌধুরী	৫,০০০.০০
২৬	পল্লব মুখার্জী	৫,০০০.০০
২৭	উদয়ন গঙ্গোপাধ্যায়	১৬,০০০.০০
২৮	জয়দেব জানা	১০,০০০.০০
২৯	জয়দেব চৌধুরী	৫,০০০.০০
৩০	রমাপ্রসাদ সামুই	৫,০০০.০০
৩১	ত্রিশূলপাণি বন্দ্যোপাধ্যায়	৫,০০০.০০
৩২	অসীম মিত্র	১০,০০০.০০
৩৩	সূর্য চট্টোপাধ্যায়	৫,০০০.০০
৩৪	প্রভাস চন্দ্র নন্দী	৫,০০০.০০
৩৫	চঞ্চল ভট্টাচার্য	৫,০০০.০০
৩৬	স্বপন কুমার দত্ত	১০,০০০.০০
৩৭	নির্মল ব্যানার্জী	৫,০০০.০০
৩৮	দেবীপ্রসাদ ব্যানার্জী	৫,০০০.০০
৩৯	অশোক মল্লিক	৮,০০০.০০
৪০	প্রদীপ কুমার পাল	৫,০০০.০০
৪১	সত্যরঞ্জন মাইতি	৫,০০০.০০
৪২	স্বামী বিমলাত্মানন্দ	১০,৬০০.০০
৪৩	মানিক চন্দ্র রায়	১০১.০০

২০০৫-এর স্নাতকদেরও একটি চমৎকার উদ্যোগ

২০০৫ সালে বিদ্যামন্দির থেকে স্নাতক হয়ে যাওয়া ছাত্ররা নিজেদের উদ্যোগে তৈরী করেছে একটি ফান্ড, যেখান থেকে এবার তারা স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হওয়ার জন্যে দুটি ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করেছে। মিলন মন্ডলকে IIT-তে এবং নারায়ণ চন্দ্র পালকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্যে এই আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। আর্থিক সাহায্যের সর্বমোট পরিমাণ প্রায় ১৬০০০ টাকা। নবীন প্রাক্তনীদের এই চমৎকার উদ্যোগটিকে প্রাক্তনী সংসদ আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

একটি বিনম্র আবেদন

মাননীয় ও প্রিয় প্রাক্তনী,

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চেষ্টা করে চলেছে সাধ্যমত বিদ্যামন্দিরের সেবাকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করার। আমাদের সাধ অফুরন্ত, সাধ্য সীমিত। এবার আমরা সেই সাধ্যের সীমাই বাড়াতে চাই। ইতিমধ্যেই বিদ্যামন্দিরে পানীয় জল পরিশোধনের প্রকল্পে প্রাক্তনী সংসদ মোট আটটি অ্যাকোয়াগার্ড যন্ত্র বসিয়েছে। বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের সামান্য আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীরা আমাদের গৃহীত নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলিতে মুক্তহস্তে দান করুন, যাতে আমরা বিদ্যামন্দিরের নানাবিধ কার্যে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নিজেদেরকেই ধন্য করতে পারি।

প্রকল্প ১। বিবেকানন্দ সম্মেলন ঃ বিগত ১৩ বছর ধরে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক বছর আমরা পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলাকে বেছে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার ধারণা সেখানকার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাবা-মায়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে নানা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করি এবং সবশেষে যুব সম্মেলন ও শিক্ষক সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। একটা সময় বেশ কিছুদিন সরকারী সাহায্য পাওয়া গেলেও এখন তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় এই চমৎকার ও জনপ্রিয় প্রকল্পটিকে চালু রাখার জন্যে প্রাক্তনী সংসদ ১২ লাখ টাকার একটি ফাণ্ড গঠন করতে আগ্রহী। এর ফলে এই সম্মেলনের খরচ প্রাক্তনী সংসদ অনেকটা বহন করতে পারবে।

প্রকল্প ২। প্রাক্তনী বার্তা ঃ প্রাক্তনী সংসদের কার্যকলাপ বিধৃত এই বার্তাপত্রটি আমরা বছরে দুবার আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু এর মুদ্রণ খরচও ক্রমবর্ধমান। এই ব্যয়ের অনেকটা নির্বাহ করেন বিশিষ্ট প্রাক্তনী শ্রী সুব্রত গাঙ্গুলী এবং কখনও কখনও তাতে আরও সাহায্য করেছেন ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলী। তাঁদের সহায়তা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কিন্তু এর জন্যেও আমরা একটি ৩ লক্ষ টাকার ফাণ্ড গঠন করতে চাই, যাতে কোন সময়েই এটির প্রকাশনায় কোন ব্যাঘাত না আসে।

প্রকল্প ৩। দরিদ্র ছাত্রদের আর্থিক অনুদান ঃ অনেক প্রাক্তনীই এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিদ্যামন্দিরে পাঠরত ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা করে থাকেন। প্রাক্তনী সংসদও যে করে তাও আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের এ সহায়তা বড় কম বোধ হচ্ছে। বিদ্যামন্দিরে বহু দরিদ্র পরিবারের ছাত্র পড়াশুনা করতে আসে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা অন্তত ১২ লাখ টাকার একটি ফাণ্ড গঠন করতে চাই।

প্রকল্প ৪। আয়রন ফ্রি ব্যবহার্য জল সরবরাহ ঃ বিদ্যামন্দিরে পানীয় জল ব্যতীত স্নানাদির জন্যে ব্যবহৃত জলে আয়রন এখন প্রচুর পরিমাণে উঠে আসছে। এ বিষয়ে নাগপুরের একটি বিশিষ্ট সংস্থায় জল পরীক্ষাও করানো হয়েছে। বিদ্যামন্দিরের নির্মাণ ও সংরক্ষণ কার্যের দায়িত্বে থাকা স্বামী যজ্ঞধরানন্দজী মহারাজ এই ব্যাপারে যথাসম্ভব যোগাযোগ করে একটি আনুমানিক খরচের হিসাব আমাদের দিয়েছেন। এটির পরিমাণ প্রায় ১৬ লাখ টাকা। এটি অবশ্য আমরা কোন ফাণ্ড হিসেবে রাখব না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

(ক) উপরের যে কোন প্রকল্পে অনুদান যাঁরা পাঠাবেন, তাঁদের অনুরোধ, একটি চিঠিতে জানিয়ে দেবেন কোন্ প্রকল্পে আপনি অনুদান পাঠাচ্ছেন।

(খ) **চেক্ বা ড্রাফ্ট "Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association" নামে পাঠাতে হবে।**

(গ) কোন বিশেষ স্মৃতিতে যদি অনুদান পাঠাতে চান, সেটিও আপনার পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করে দেবেন।

আমরা সমস্ত প্রাক্তনী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বারবার অনুরোধ জানাই এই মহৎ প্রকল্পগুলির রূপায়ণে আপনারা সাধ্যমত এগিয়ে আসুন। প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অথবা এ বিষয়ে অন্য যে কোন তথ্য যদি আপনারা জানতে চান, তাহলে বিদ্যামন্দিরের উপাধ্যক্ষ (কার্যনির্বাহী) এবং বর্তমানে প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজীর কাছে সরাসরি টেলিফোন বা ই-মেলের মাধ্যমে জানতে পারেন। মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে ফোন নাম্বার ঃ ৯৪৩২০৯০৮৮৯; অথবা ই-মেলে যোগাযোগ করতে পারেন— vidyamandira@vsnl.net

মনোজ কুমার ভট্টাচার্য

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের একটি Website চালু হয়েছে।
এটি হল ঃ www.alumnividyamandira.in

প্রাক্তনীদের উল্লেখযোগ্য সংবাদ আমাদের কাছে পাঠান। গুরুত্ব অনুযায়ী সেসব প্রাক্তনীবার্তায় প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে।

২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য বিদ্যামন্দিরে পাঠরত কোন দরিদ্র ছাত্রকে কোন প্রাক্তনী বা শুভানুধ্যায়ী যদি সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে (১৫,০০০-১৮,০০০ টাকা) sponsor করতে চান, তাহ'লে বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বা সংসদের কর্মসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রাক্তনীসংসদ সদস্যদের সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত update করে রাখতে চায়। এজন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যদি পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তাহ'লে E-mail বা পত্র মারফৎ সংসদ-এর কর্মসচিবের কাছে পাঠালে ভাল হয় ঃ
1. Name; 2. Life membership no.; 3. Year of study; 4. Current address for correspondence; 5. Current occupation with designation; 6. Phone No. (residence & mobile); 7. E-mail address (if any)

প্রাক্তনী সংসদ সমাচার

"In this world, always take the position of the giver. Give everything and look for no return. Give help, give service, give any little thing you can, but keep out barter." স্বামীজীর অপূর্ব প্রাণপ্রদ কথাগুলি মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে চিরকালই পথ দেখাবে ক্ষুদ্রতা থেকে মহতের দিকে যাত্রা করার জন্যে। তাঁরই স্বপ্নের এই বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদেরও এই দায় স্বীকার করে নিতে হবেই একদিন। বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের কাজকর্মের মধ্যে সেই দায় স্বীকৃতির অতি সামান্য কিছুর অন্তত দেখা পাওয়া যায়। নীচে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ঃ ২০০৭-২০০৮ বর্ষের বিবেকানন্দ সম্মেলন পুরুলিয়া জেলাতে সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং এ ব্যাপারে আমরা বিশদ প্রতিবেদন বিগত প্রাক্তনী বার্তাতে দিয়েওছি। আগামী বারের সম্মেলন পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় করা যায় কিনা, সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। তবে সরকারী সাহায্য গতবারেও পাওয়া না যাওয়ায়, এই সম্মেলনের ব্যয় নির্বাহে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। একে সফলভাবে চালু রাখার জন্যে আমরা প্রাক্তনীদের কাছে আর্থিক অনুদানের হাত বাড়াতে আবারও আবেদন করেছি।

স্বামী তেজসানন্দ স্মারক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ঃ বিগত ২৯ মার্চ ২০০৮ তারিখে বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এবারের আন্তঃকলেজ স্বামী তেজসানন্দ স্মারক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে ১২টি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্বে পাঁচটি কলেজ উত্তীর্ণ হয়। চ্যাম্পিয়ন হয় কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। রানার্স হয় বিদ্যামন্দিরের দলটি। সকলকে শংসাপত্র এবং কিছু বই উপহার দেওয়া হয়। চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে প্রাক্তনী অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত প্রদত্ত 'দেবেন্দ্রনাথ-শিবরাণী দত্ত' পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী মহারাজ। রানার্স দলের হাতে প্রাক্তনী জয়জিৎ বক্সি প্রদত্ত 'বিক্রমজিৎ-নীলিমা বক্সি' পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের দুই সহাধ্যক্ষ ডঃ বিশ্বনাথ দাস এবং শ্রী নিত্যনিরঞ্জন কুন্ডু।

সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্য প্রকল্প ঃ পূর্বের মতই এই প্রকল্পটি সপ্তাহে একদিন করে চলছে। তবে একথাও ঠিক যে, সাধারণভাবে নতুন কোন রোগীকে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে প্রায় দেখা যাচ্ছে না। প্রকল্পটির ভবিষ্যত নিয়ে ইতিমধ্যেই সংসদে আলোচনা হয়েছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এই প্রকল্প সম্পর্কে আরো আলোচনা সাপেক্ষেই আমাদের কিছু বিশেষ ও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের দিকে এগোতে হবে। এই প্রকল্পে বিগত বৎসরের মতো এ বৎসরেও শ্রী আনন্দমোহন ঘোষ "সুরবাণীপর্ণা জনসেবা কেন্দ্রের" পক্ষ থেকে বার্ষিক ১০,০০০ টাকা অনুদান দিয়েছেন।

ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প ঃ গত ১৯ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে ১৯৬৮-৭১ বর্ষের ৪৩জন প্রাক্তনী একত্রিত হয়ে ৩ লক্ষ ৭০১ টাকা এই প্রকল্পে জমা দিয়েছেন; এই সংক্রান্ত বিস্তারিত সংবাদ পৃথকভাবে প্রাক্তনী বার্তার এই সংখ্যাতেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পে অর্থ দিয়েছেন ঃ সুবীর মুখার্জী (১৯৬৩-৬৬) ১০,০০০ টাকা, দেবিদাস নন্দ (১৯৬২-৬৫) ১০,০০০ টাকা, সুজয় গোপাল রায় পোদ্দার (১৯৫৩-৫৫) ৫,০০০ টাকা, রামকৃষ্ণ ব্যানার্জী (১৯৭১-৭৪) ৬২৫ টাকা। এই সময়কালের মধ্যে আর যাঁরা প্রাক্তনী সংসদে আর্থিক সহায়তা দান করেছেন, তাঁরা হলেন—১। শ্রী রথীনলাল দাস (১৯৫৫-৫৭) ১,০০০ টাকা (সাধারণ তহবিল) ২। স্বামী শান্তানন্দ মহারাজ (১৯৬৯-৭২) ৫০০ টাকা (সাধারণ তহবিল), স্বামী শান্তানন্দজী বর্তমানে বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। ৩। শ্রী অনুশোভন দে ৫০০ টাকা (সাধারণ তহবিল), ৪। শ্রী রঞ্জিৎ দে (১৯৯৬-৯৯) ১,০০০ টাকা (পানীয়জল শোধন প্রকল্প)। দাতাদের প্রত্যেককে সংসদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মনোজ ভট্টাচার্য

বর্ষবরণ ও রবীন্দ্র জন্মোৎসব, ২০০৮

বেলুড়মঠে অভিনীত 'মৃত্যুঞ্জয়' নাটকের একটি দৃশ্য

প্রাক্তনীবার্তা উপসমিতি ও সম্পাদকমন্ডলী

আহ্বায়ক ও প্রধান সম্পাদক ঃ অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

সদস্যবৃন্দ ঃ ডঃ বিশ্বনাথ দাস, অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা ঃ ডঃ সুব্রত গাঙ্গুলি (প্রাক্তনী), ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলি (প্রাক্তনী)

BOOK POST

PRINTED MATTER

If undelivered, please return to :
Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, P.O. : Belur Math, Howrah, West Bengal-711202
E-mail : alumnividyamandira@gmail.com

Published by Manoj Kumar Bhattacherjee, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association
Printed at Soumen Traders Syndicate, Bally, Howrah, Phone : 2654-3536